আলোর পথে

মিক্‌রাকবো প্রকাশনী

সম্মানিত সুধী,

মিক্‌রাকবোর পক্ষ থেকে আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিবেন। আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের পুস্তিকাটি ক্যাথলিক মন্ডলীর ৭টি সামাজিক নীতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা। কিন্তু এই ৭টি সামাজিক নীতিটি শুধু ক্যাথলিক মন্ডলীর জন্য নয় বরং সমগ্র খ্রীষ্টিয় মন্ডলীর ভাবধারাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

Mikrakbo
mikrakb@gmail.com
অয়নিকা ভবন
বাসা নং ৫/আই
খ্রিষ্টানপাড়া, মেহগুনি রোড, কাঁচিঝুলি, ময়মনসিংহ।

(CC) এই প্রকাশনাটি ক্রিয়েটিভ কমন্স থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত, এটি স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করার জন্য কিন্তু কোন পরিবর্তন বা বিক্রয়ের জন্য নয়।

মানুষের মর্যাদা

মানব জীবন পবিত্র।

মানুষের মর্যাদা কী?

সামাজিক শিক্ষার সমস্ত নীতির ভিত্তি হলো এই বিশ্বাস যে মানব জীবন পবিত্র এবং মানব ব্যক্তির মর্যাদা হলো সমাজের জন্য একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎস। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রতিটি ব্যক্তি মূল্যবান, মানুষ বস্তুর চেয়ে বেশি মূল্যবান এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, আইন বা রীতিনীতির মাপকাঠি হলো এটি মানুষের জীবন ও মর্যাদাকে হুমকির মুখে ফেলছে নাকি উন্নত করছে।

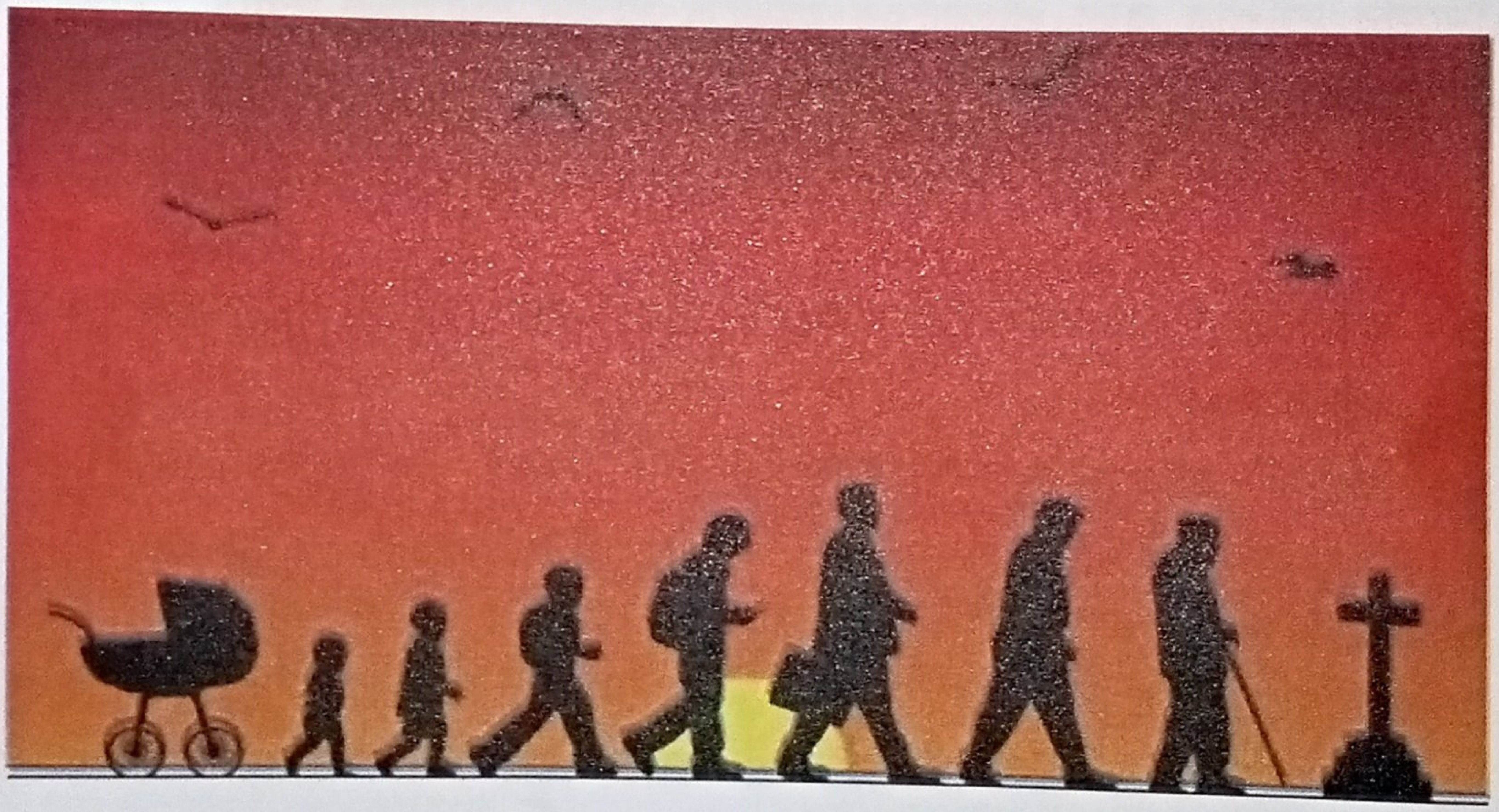

বাস্তব জীবনে এর মানে কী?

প্রত্যেক ব্যক্তিই যেহেতু মূল্যবান, সেহেতু কেউই অন্যকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে না। মানুষ যদি বস্তুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে আমরা গরিব এবং দুর্বলদের উপেক্ষা করতে পারি না। যদি ব্যক্তির জীবন ও মর্যাদা প্রতিটি আইন ও প্রতিষ্ঠানের মাপকাঠি হয় তবে আমরা সে সকল অন্যায় বা বৈষম্যমূলক আইন ও সামাজিক প্রথা মেনে নিতে পারি না, যদিওবা সেইগুলো অগ্রগতি বা উন্নয়নে সহায়ক বলে মনে হয়। যেকোনো জীবিত মানুষই একজন ব্যক্তি; ব্যক্তি হিসেবে মূল্য বা মর্যাদা পাওয়ার অধিকার তার রয়েছে। সে হোক অনাগত শিশু, প্রতিবন্ধী, মানসিকভাবে অসুস্থ কিংবা অন্যান্য সীমাবদ্ধ সম্পন্ন মানুষ। পূণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- "সত্যিকারের উন্নয়ন তার সম্পূর্ণতার মধ্যেই থাকে; যদি এটি সমগ্র ব্যক্তি এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে জড়িত না করে, তবে এটি প্রকৃত উন্নয়ন নয়।"

বৃষ্টির গল্পঃ

বৃষ্টি কলেজে পড়াশুনা করে। কলেজে তার সহপাঠী বিজয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। বন্ধুত্ব থেকে আস্তে আস্তে তাদের ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। বিজয় তাকে ভালোবাসার কথা বলে শারীরিক সম্পর্ক করার জন্য জোর করে। প্রথমে বৃষ্টি রাজি হয় না কিন্তু বিজয় তাকে বুঝায়, আমরা তো একদিন স্বামী-স্ত্রী হবোই তাহলে সমস্যা কি! আমার প্রতি তোমার কি বিশ্বাস নেই? বিজয়ের কথায় বৃষ্টি রাজি হয়। বৃষ্টির গর্ভে সন্তান আসলে, বৃষ্টি তা বিজয়কে জানায়। বিষয়টা জানতে পেরে বিজয় দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। বিজয় জানায়, এই সন্তানের দায়িত্ব সে নিতে পারবে না। সে বৃষ্টিকে গর্ভনাশ করতে জোর করে। বৃষ্টি বাচ্চা নষ্ট করতে রাজি হয় না। বিজয় বৃষ্টির সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। বৃষ্টি কী করবে ভেবে পায় না, দুঃখে-অনুতাপে কষ্ট পেতে থাকে। নিজের দুর্দশার কথা পরিবারের কাউকে বলতে পারে না। বৃষ্টি দুশ্চিন্তায় পাগলপ্রায় হয়। এখন সে কি করবে?

প্রশ্নঃ

১. বৃষ্টি একটি জীবনকে রক্ষা করতে চায় কিন্তু সেটি কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব?
২. মানুষের ব্যক্তিত্বকে কিভাবে যাচাই করা উচিত?

আমরা কী করতে পারি?

আমরা শুধু একত্র হওয়ার মাধ্যমেই অন্য ব্যক্তিদের সম্মান করতে শিখতে পারি। কিছু মৌলিক নিয়ম নীতি আছে যা অনুসরণ করতে পারলে আমাদের মধ্যে বড় একটা পরিবর্তন আনবে।

১. নেতিবাচক সমালোচনা এড়িয়ে চলা।
২. সবর্দা অন্য ব্যক্তির পরিস্থিতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করা।
৩. শুধু নিজ স্বার্থে অন্য কাউকে জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু না করানো।
৪. মানুষের সম্পর্কের চেয়ে বস্তুগত লাভকে কখনই গুরুত্ব না দেওয়া।

বাইবেলের কিছু অংশঃ

"তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে, তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসবে, এ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টা এটার সদৃশ। তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবাসবে।" (মথি ২২:৩৭-৩৯)

পারিবারিক সম্প্রীতি এবং সামাজিক অংশগ্রহণ

সমাজে মানুষের অংশগ্রহণের অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে।

এটার মানে কী?

মানুষ সামাজিক জীব। আমরা অর্থনীতি ও রাজনীতিতে, আইন ও নীতিতে আমাদের সমাজকে যেভাবে সংগঠিত করে থাকি, তা সরাসরি মানবিক মর্যাদা এবং সম্প্রদায়ের মানুষদের বেড়ে উঠার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। অতএব সকলের, বিশেষ করে দরিদ্র এবং দুর্বলদের, মঙ্গল কামনা করে সকল মানুষের সমাজে অংশগ্রহণের অধিকার এবং কর্তব্য রয়েছে। বিবাহ এবং পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা সমাজ দ্বারা সমর্থিত ও সহযোগিতাপূর্ণ এবং সকলের জন্য অংশগ্রহণ উন্মুক্ত।

"সকল" শব্দের অর্থ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন হতে পারে। একটি দেশের সকল বাসিন্দা ভোট দিতে পারে না, শুধু সেই দেশের নাগরিকদের ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু জাতি বা ধর্মের কারণে কাউকে সমাজে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

বাস্তব জীবনে এর মানে কী?

কোনো সুষ্ঠু সমাজে মানুষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য দুটোই থাকে। আমাকে অবশ্যই শিখতে হবে অন্যরা আমার কাছ থেকে কী আশা করতে পারে এবং অন্যদের থেকে আমার কী আশা করার অধিকার আছে। এটি শেখার জন্য পরিবার হলো প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাপীঠ। পিতামাতারা যদি তাদের সন্তানদের সঠিক সীমানা শেখাতে অবহেলা করেন, তবে সন্তানরা সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হয়ে বেড়ে উঠবে না, এবং অন্যদেরও সম্মান করবে না। এর অর্থ হল, সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা নিষ্ক্রিয় থাকবেন না। তারা এটা অনুভব করবেন যে, সমাজকে ভালোভাবে গড়ে তোলা তাদের কর্তব্য, অর্থাৎ

এমন একটি সমাজ যেখানে মানুষের সম্মান এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। এ কারণে দায়িত্বশীল মানুষ রাজনীতিতে বা সামাজিক কাজে হোক, সমাজের বিভিন্ন স্তরে সক্রিয় থাকেন।

একটি পরিবারের গল্প:

এক গ্রামে এক ছেলে তার স্ত্রী ও তার মা পাশাপাশি বসবাস করতো। কিন্তু ছেলেটির স্ত্রী তার শাশুড়িকে একদম সহ্য করতে পারতো না। এর কারণে ছেলেটা তার মায়ের সাথে কথা বার্তা, সাহায্য সহযোগিতা কোনো কিছুই করতে পারতো না। সাহায্য সহযোগিতা করলে তা নিয়ে তাদের অনেক ঝগড়া হতো। এসবের পরেও ছেলেটি তার মাকে সাহায্য করার সুযোগ খুঁজতো। তার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ছেলেটি তার মাকে চাল, ডাল অথবা কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করতো। যার কারণে একটা সময় ছেলেটা গ্রাম মাতব্বরের কাছে সমাধান চাইলো। কিন্তু মাতব্বর বললেন এটা পারিবারিক বিষয় তাই নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে নিতে।

প্রশ্ন:

১. গ্রামের মাতব্বর কী তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছিল?
২. গল্পের বউটির এরূপ আচরণের কারণ কী?
৩. ছেলেটি এখানে কী ভূমিকা পালন করতে পারতো?

আমরা কী করতে পারি?

আমরা যেই হই না কেন, এমনকি সংখ্যালঘু বা অবহেলিত গোষ্ঠী আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, আমাদের সমাজে অবদান রাখার মত কিছু আছে। আমরা যা অবদান রাখতে পারি তা হল মানব ব্যক্তির পবিত্রতার অনুভূতি এবং পরিবারের গুরুত্ব। আমরা ঐক্য ও সম্মানের অবদান রাখতে পারি। এর জন্য অবশ্য আমাদের নিজেদের মধ্যে তা লালন-পালন করতে হবে। আমরা আমাদের পরিবারে কীভাবে থাকি এবং আমরা একে অপরের সাথে কীভাবে আচরণ করি তা আমাদের পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

বাইবেলের কিছু অংশ:

"তোমরা একে অপরের ভার বহন কর এবং এই রূপে তোমরা খ্রিষ্টের বিধান পূর্ণ করবে।" (গালাতীয় ৬:২)

জনগণের অধিকার ও দায়িত্ব

প্রত্যেকেরই মানবাধিকার রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

জনগণের অধিকার ও দায়িত্ব কী?

মানবাধিকার হলো জাতি, লিঙ্গ, জাতীয়তা, ভাষা, ধর্ম বা অন্য কোনো অবস্থা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের অন্তর্নিহিত অধিকার। মানবাধিকারের মধ্যে রয়েছে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার, দাসত্ব ও নির্যাতন থেকে মুক্তি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কাজ ও শিক্ষার অধিকার এবং আরো অনেক কিছু। সকলেই এই অধিকারগুলো পাওয়ার যোগ্য। এই অধিকারগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ কর্তব্য এবং দায়িত্ব রয়েছে- একে অপরের প্রতি, আমাদের পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজের প্রতি। আমাদের খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য শিক্ষা দেয় যে মানুষের মর্যাদা রক্ষা করার এবং একটি সুস্থ সম্প্রদায় তৈরি করার একমাত্র উপায় হলো মানবাধিকারকে সম্মান করা এবং দায়িত্বগুলো পালন করা নিশ্চিত করা।

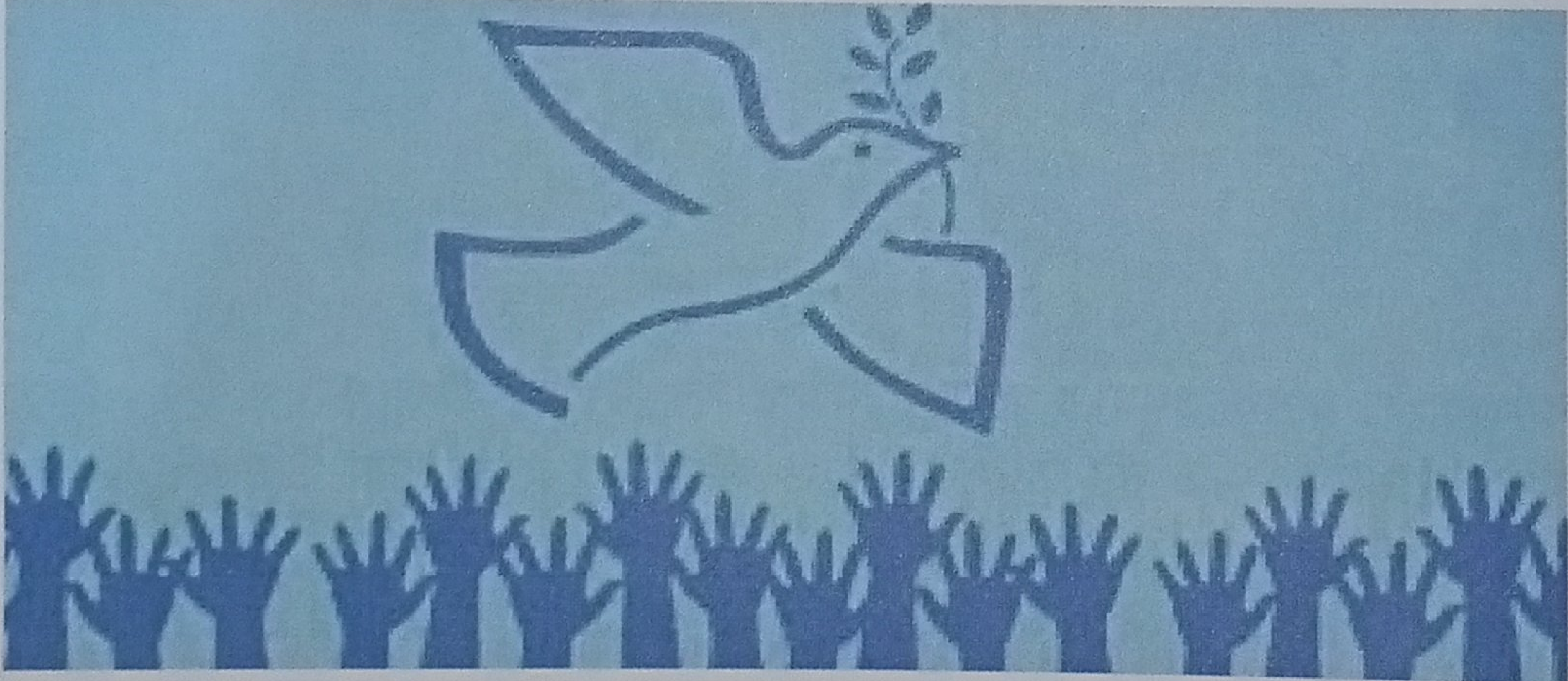

বাস্তব জীবনে এর মানে কী?

এর অর্থ হলো অন্যদের কাছ থেকে আমার কী আশা করার অধিকার আছে এবং অন্যদের আমার কাছ থেকে কী আশা করার অধিকার রয়েছে তার মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। আমার অধিকার এবং আমার কর্তব্য এমন কিছু নয় যা আমি বেছে নিতে পারি। তারা মানুষের জীবনের সাথে অর্ন্তগত এবং সকলের জন্য বৈধ। একটি পরিবার, একটি সংগঠন বা একটি সমাজ অকার্যকর হয়ে পড়ে, যখন অধিকার এবং কর্তব্যগুলো অসমভাবে বন্টন করা হয় বা যখন কেউ স্বাধীনতা, শিক্ষা এবং কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের দমননীতি ও সমাজের নীরবতা নিয়ে একজন জার্মান পালক একটি কবিতা লিখেছিলেন, "তারপর তারা আমাকে ধরতে এসেছিল।" সেখানে তিনি বলেছিলেন:

"প্রথমে তারা কমিউনিস্টদের ধরতে এসেছিল
এবং আমি কোনো কথা বলিনি, কারণ আমি কমিউনিস্ট ছিলাম না ।
তারপর তারা সমাজবাদীদের ধরতে এসেছিল
এবং আমি কথা বলিনি, কারণ আমি সমাজবাদী ছিলাম না।
তারপর তারা ট্রেড ইউনিয়নবাদীদের ধরতে এসেছিল
এবং আমি কথা বলিনি, কারণ আমি ট্রেড ইউনিয়নিস্ট ছিলাম না।
এরপর তারা ইহুদিদের ধরতে এসেছিল
এবং আমি কথা বলিনি, কারণ আমি ইহুদি ছিলাম না।
তারপর তারা আমাকে ধরতে এসেছিল,
আর কেউ আমার পক্ষে কথা বলেনি,
কারণ আর কেউ ছিলনা।"

প্রশ্ন:

১. শেষে কেন কেউ ছিল না?
২. লেখক কেন কথা বলেননি?

আমরা কী করতে পারি?

অধিকাংশ মানুষ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের জন্য উদ্বিগ্ন হয়। কিন্তু যারা আমাদের মত নয় তাদের কথাও আমাদের চিন্তা করা উচিত। সকল মানুষেরই মৌলিক অধিকার রয়েছে। সেজন্য আমাদের এমন কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তির পক্ষে কথা বলা উচিত যাদের অধিকারকে সম্মান করা হয় না। আমাদের নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করা উচিত। আমাদের দায়িত্ব সবসময় একরকম থাকে না। তরুণ বয়সে আমাদের শেখার এবং শোনার দায়িত্ব রয়েছে, প্রাপ্ত বয়স্করা কাজ করে এবং সমাজে এক বা অন্য উপায়ে অবদান রাখেন। যদি নিজেদের গোষ্ঠীর স্বার্থের উর্ধ্বে না উঠতে পারি এবং নিজেদের দায়িত্বকে গুরুত্ব সহকারে না নিই, তাহলে আমাদের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার দাবি অর্থহীন হয়ে যাবে।

বাইবেলের কিছু অংশ:

"তোমরা যা চাও লোকেরা তোমাদের জন্য তা করে, তোমরাও ঠিক সেইরকম তাদের জন্য কর।" (মথি ৭:১২)

দরিদ্র এবং দুর্বলদের প্রাধান্য

একটি সমাজের প্রকৃত মান সমাজের দুর্বলদের সাথে কিরূপ আচরণ করে তার উপর ভিত্তি করে বুঝা যায়।

দরিদ্র এবং দুর্বলদের প্রাধান্য এর মানে কী?

আমাদের সমাজের নৈতিক স্তর বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে, সেই সমাজের মানুষ তার সমাজের দুর্বল সদস্যদের (প্রতিবন্ধী, দরিদ্র, সংখ্যালঘু, মহিলা এবং শিশু) সাথে কেমন আচরণ করে।

মহাত্মা গান্ধী একবার বলেছিলেন, "একটি সমাজের প্রকৃত মান পাওয়া যায়, তার দুর্বল সদস্যদের সাথে কিরূপ আচরণ করে তার উপর ভিত্তি করে।" সত্যিকার অর্থে একটি সভ্য সমাজ হওয়ার জন্য আমাদের দুর্বল ও সংখ্যালঘুদের সম্মান এবং মর্যাদা যথাযথভাবে দিতে হবে।

বাস্তব জীবনে এর মানে কী?

আমাদের দেশে অর্থ ও ক্ষমতাই হলো শক্তির উৎস। ধনী ও গরিবের মধ্যে বিস্তর বৈষম্য থাকে। যার অর্থ বা প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সংযোগ নেই তার জন্য ন্যায় বিচার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অনেক লোক তাদের প্রতিবন্ধীতা, লিঙ্গ বা জাতি বা ধর্মের কারণে শোষিত, প্রত্যাখ্যাত এবং নির্যাতিত হয়। একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ কেবল নিচ থেকে তৈরি করা যেতে পারে। এর মানে হলো যে, যারা সফল হয়েছে এবং টাকা অর্জন করেছে শুধু তাদের দিকে নয় কিন্তু যারা বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে তাদের দিকেও তাকাতে হবে। সামাজিক সিঁড়ির উঁচুতে উঠার কথা চিন্তা করার আগে আমাদের নিচে যারা আছে তাদের কথা ভাবতে হবে।

তিমিরের গল্পঃ

তিমির একজন মেধাবী বালক, সে গ্রামের ছেলে। গ্রামের সবার সাথেই তিমিরের ভালো সম্পর্ক আছে। গ্রামের ছোট থেকে বড় সবাই তাকে ভালোবাসে। তিমির ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতো, সে বড় হয়ে সরকারের একজন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হবে। সে তার গ্রামের গরিব দুঃখী মানুষের উন্নয়নে এবং গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করবে। এই স্বপ্নকে লালন করে তিমির পড়াশোনা করতে থাকে। সে গাছের ছায়ায় বসে তার গ্রামের দিকে তাকায়, মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে, “আমি যদি উচ্চশিক্ষা নিতে চাই, সরকারি বড় কর্মকর্তা হতে চাই, তাহলে তো আমাকে আমার গ্রাম ছেড়ে দূরে গিয়ে পড়াশুনা করতে হবে, আমি কি পারবো? আমি আমার পরিবার, গ্রামকে ছেড়ে বাইরে কখনো থাকিনি।” দুই বছর পর তিমির উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। পড়াশোনার জন্য তিমিরকে শহরে চলে যেতে হয় এবং প্রতিজ্ঞা করে যে গ্রামের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। তার ইচ্ছানুযায়ী দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, এবং সে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার প্রথম দিকে তার মন গ্রামেই পড়ে থাকে, পরিবারের এবং গ্রামের কথা মনে করে তার কান্না আসে। তিমির প্রথমদিকে প্রতি মাসেই গ্রামে যেত, মা বাবা এবং গ্রামের সকলের সাথেই সাক্ষাৎ করত। কিন্তু আস্তে আস্তে তিমির শহরের জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তিমির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে কিন্তু শহরে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে নিজের গ্রামের কথা এবং তার নিজের করা প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যায়। গ্রামে আসা যাওয়া তার কমে যায়। সে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, বড় কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, গ্রামের কথা পরিবারের কথা সে আস্তে আস্তে ভুলতে থাকে। তার মা বাড়িতে আসার জন্য বললে তিমির ব্যস্ততা দেখায়, মাকে বলে “মা আমি বর্তমানে ব্যস্ত আছি। কিছুদিন পর আমি দেখি বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করব।” গ্রামে গেলেও তিমিরের বেশিদিন গ্রামে থাকা হয় না, খুব বেশি হলে এক কী দুইদিন থেকে চলে আসে। আবার গ্রামে গেলেও সে ভিআইপি রেস্ট হাউজে থাকে। মা বাবার সাথে গ্রামে দেখা করতে গেলেও, গ্রামের কারও সাথে দেখা করে না। গ্রামের কোনো অনুষ্ঠানে তাকে নিমন্ত্রণ করা হলেও সে যায় না। সে তার গ্রামের গরিব দুঃখী মানুষের কথা ভুলতে থাকে। গ্রামের মানুষের সাথে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে।

প্রশ্নঃ

১. তিমিরের স্বপ্ন কী ছিল?

২. তিমির কী তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পেরেছে?
৩. তিমির কেন রেস্ট হাউজে থাকে?
৪. তিমির কী কখনো কাউকে তার প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেছে?

আমরা কী করতে পারি?

আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে পারি আমাদের সমাজ কোন দিকে যাচ্ছে। সমাজের একটি স্বচ্ছল উচ্চবিত্ত এবং সংগ্রামী নিম্নবিত্তের মধ্যে দ্রুত গতিতে ব্যবধান বাড়ছে। যাদের জীবন সফল হচ্ছে না, আমরা কিভাবে তাদের যথাযথ যত্ন নিতে পারি? আমরা আমাদের কাছের মানুষদের যত্ন নেওয়ার জন্য দায়িত্ব পালন করছি বটে কিন্তু যাদের কেউ নেই, আমরা কি তাদের কল্যাণে অবদান রাখি? আমাদের এটি করা উচিত, কারণ আমাদের সার্বজনীন মঙ্গল এবং প্রত্যেক মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেদের নিবেদিত করতে একটি দৃঢ় এবং অধ্যবসায়ী সংকল্পের প্রয়োজন; কারণ আমরা সকলেই সকলের প্রতি দায়বদ্ধ।

বাইবেলের কিছু অংশ:

"আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যখন এই সামান্য লোকদের মধ্যে কোন একজনের জন্য তা করনি, তখন তা আমারই জন্য করনি।" (মথি ২৫:৪৫)

শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা

অর্থ মানুষের সেবক, মানুষ অর্থের সেবক নয়।

শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা কী?

কাজ হলো জীবিকা নির্বাহের উপায়ের চেয়েও বেশি কিছু। এটি হলো ঈশ্বরের সৃষ্টিতে অব্যাহত অংশগ্রহণের একটি রূপ। যদি কাজের মর্যাদা রক্ষা করতে হয়, তবে শ্রমিকদের সম্মান করতে হবে। যেমনঃ উৎপাদনশীল কাজের অধিকার, শালীন ও ন্যায্য মজুরি, সংগঠন গঠন ও সংগঠনে যোগদানের অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং অর্থনৈতিক উদ্যোগ। কারণ অর্থ মানুষের সেবক, মানুষ অর্থের সেবক নয়।

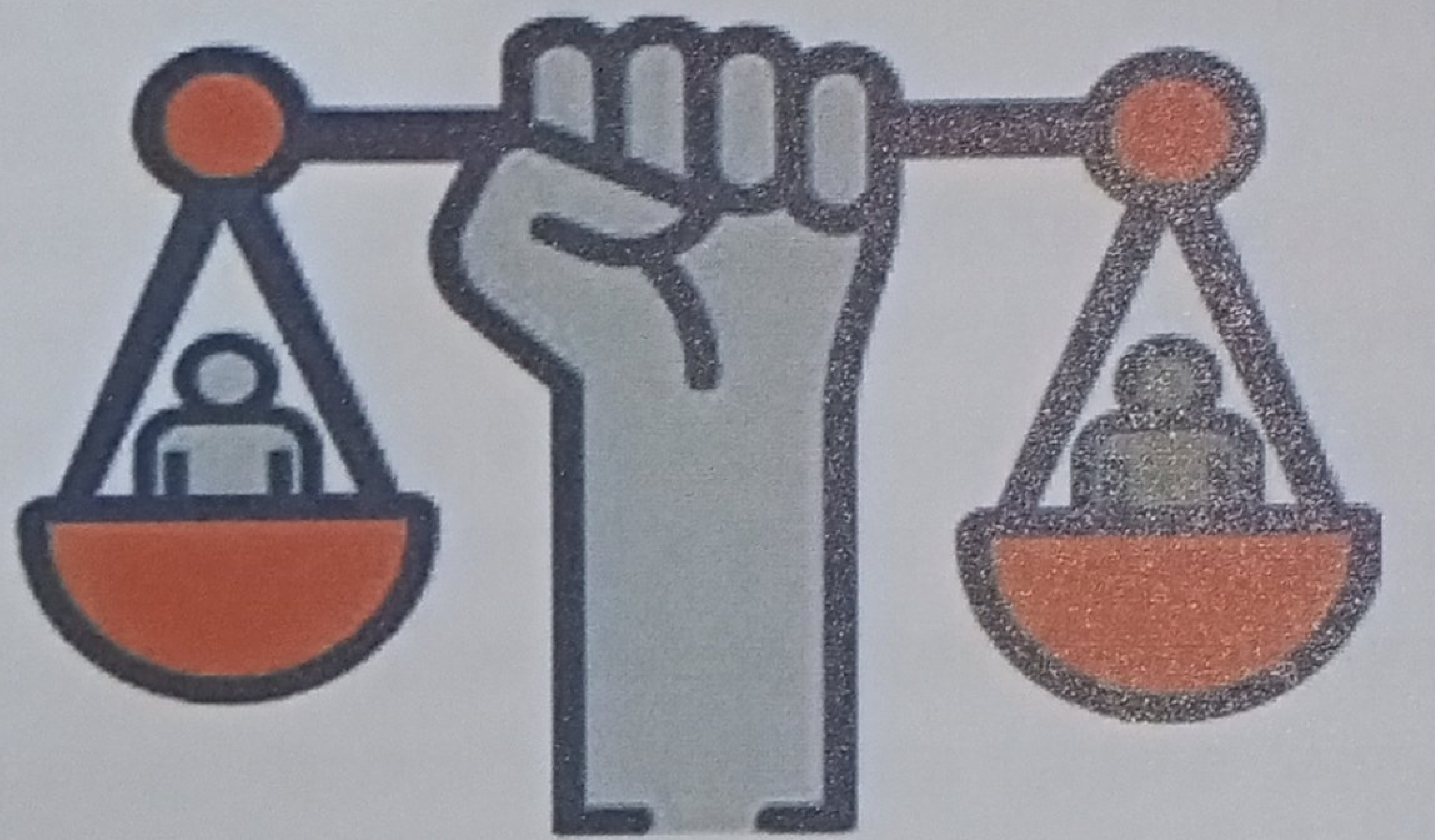

বাস্তব জীবনে এর মানে কী?

সবাই শুধু অর্থনীতির কথা বলে। কিন্তু অর্থনীতির পেছনের দর্শন নিয়ে খুব কম লোকই কথা বলে। যদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ে, পরিবারগুলি বিভক্ত হয়ে যায়, সমাজ ভেঙে পড়ে এবং মানুষ জীবনের কোন গভীর অর্থ খুঁজে পায় না, যা একটি সমস্যা। অর্থ এবং আরাম আপনাআপনি সুখ নিয়ে আসে না। এটি একটি ভুল ধারণা।

(কবিতা)

আপনি একটি ঘড়ি কিনতে পারেন, কিন্তু সময় কিনতে পারেন না।
আপনি বিছানা কিনতে পারেন, কিন্তু ঘুম কিনতে পারেন না।
আপনি আহ্লাদ কিনতে পারেন, কিন্তু আনন্দ কিনতে পারেন না।
আপনি বই কিনতে পারেন, কিন্তু জ্ঞান কিনতে পারেন না।
আপনি ডিগ্রি কিনতে পারেন, কিন্তু প্রজ্ঞা কিনতে পারেন না।

আপনি সমর্থন কিনতে পারেন, কিন্তু বন্ধুত্ব কিনতে পারেন না।
আপনি খেলনা কিনতে পারেন, কিন্তু শৈশব কিনতে পারেন না।
আপনি খ্যাতি কিনতে পারেন, কিন্তু সম্মান কিনতে পারেন না।
আপনি পোশাক কিনতে পারেন, কিন্তু আভিজাত্য কিনতে পারেন না।
আপনি ঔষধ কিনতে পারেন, কিন্তু স্বাস্থ্য কিনতে পারেন না।
আপনি কলম কিনতে পারেন, কিন্তু কল্পনা কিনতে পারেন না।
আপনি মৃত্যু কিনতে পারেন, কিন্তু জীবন কিনতে পারেন না।

আমরা কী করতে পারি?

অর্থ ছাড়া আরেক ধরনের পুঁজি আছে যাকে আমরা "সামাজিক পুঁজি" বলতে পারি যা বস্তুগত সম্পদের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের উচিত এই পুঁজির উন্নয়নের চেষ্টা করা এবং এর সম্ভাবনাগুলোকে খোঁজ করা। কিন্তু এটি করার জন্য আমরা যারা কঠোর পরিশ্রম দিয়ে সমাজকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করি তাদের চাহিদা এবং অধিকারকে সম্মান করতে হবে। কিন্তু তারা প্রায়ই অবহেলিত ও শোষিত হয়। আমরা যদি ব্যক্তিকে কেন্দ্রে রাখি এবং আমাদের সম্পদ বা সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেয়ে একে অপরের সাথে এবং আমাদের প্রতিবেশীর সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে যত্নবান হই, তবে আমরা অবশ্যই আমাদের নিজের জীবনের জন্য যা প্রয়োজন তা পাব।

বাইবেলের কিছু অংশঃ

"কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার খোঁজ কর, তাহলে এই সমস্ত জিনিসও তোমাদের দেওয়া হবে।" (মথি ৬:৩৩)

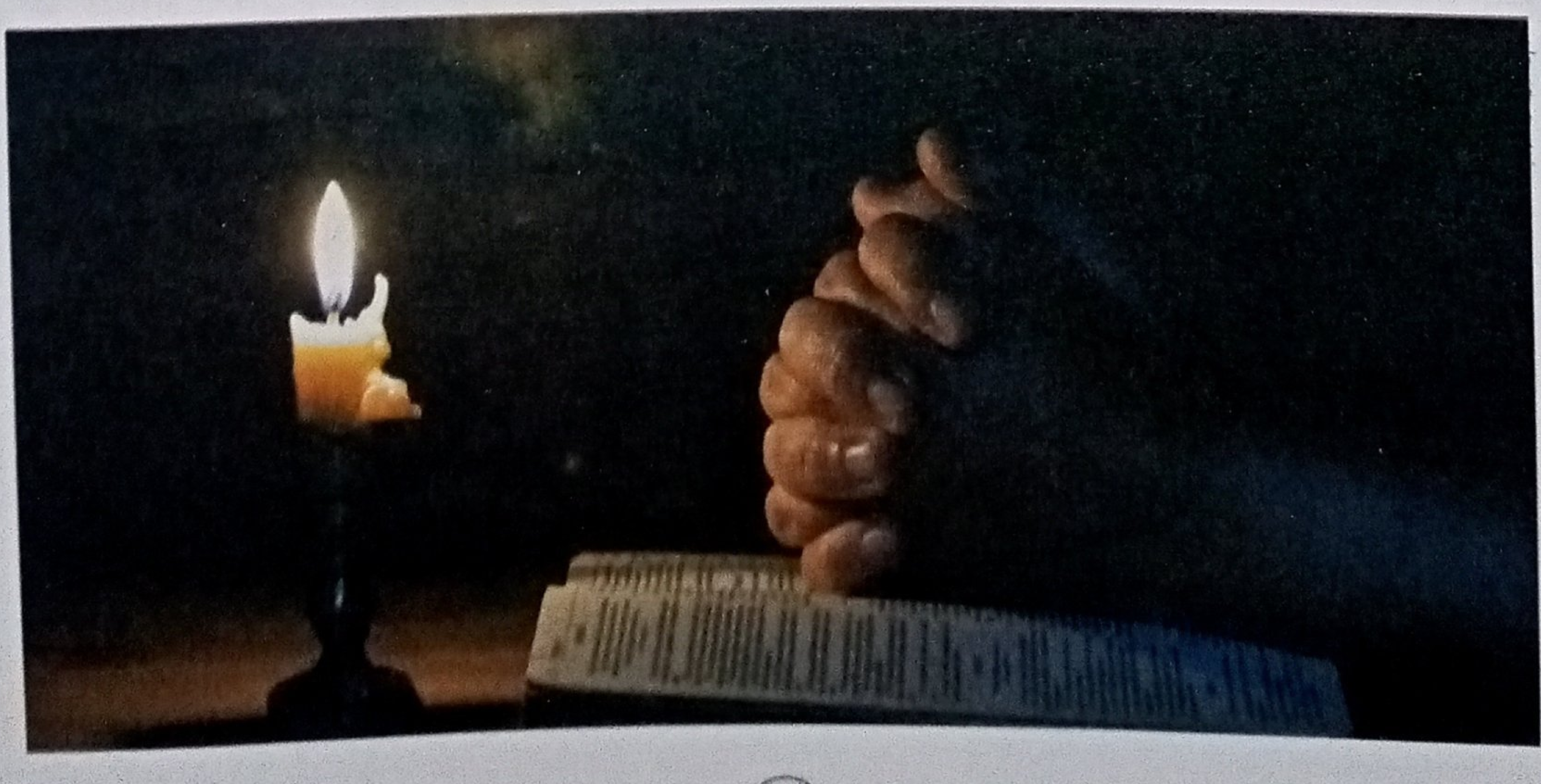

সংহতি

আমরা সবাই একে অপরের জন্য দায়বদ্ধ।

সংহতি কী?

হিসাবটা কিন্তু সহজ। পৃথিবী একটি ভালো বাসস্থান হয়ে ওঠে যদি আমরা এমন একটি সমাজ গড়ে তুলি, যেখানে সবাই নিজেদের প্রতিভা বিকশিত করতে পারে, একে অপরের মর্যাদা, অধিকার এবং দায়িত্বের প্রতি সম্মান জানিয়ে। আমরা সবাই একে অপরের জন্য দায়বদ্ধ। আমাদের জাতীয়, জাতিগত, আর্থিক এবং মতাদর্শগত পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, আমরা একই গ্রহে বাস করি এবং একই মানবতায় থাকি। সংহতির মূল বিষয় হলো শান্তি এবং ন্যায্যতার জন্য প্রচেষ্টা। ন্যায়বিচার ছাড়া শান্তি আসবেনা এবং আমরা একে অপরের প্রতি যত্নশীল না হলে ন্যায়বিচারও আসবেনা। সংহতির মাধ্যমে প্রকাশ পায় সহানুভূতি এবং আমাদের সচেতনতা এবং একটি একক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হওয়ার চেতনা।

বাস্তব জীবনে এর মানে কী?

সংহতির অর্থ হচ্ছে আমাদের চারপাশের মানুষদের জানা এবং তাদের যত্ন নেওয়া। অর্থাৎ, সার্বজনীন মঙ্গলের জন্যে একসাথে কাজ করার উপায় খুঁজে বের করা এবং যারা সুবিধাবঞ্চিত তাদের সমর্থন করা। এটি শুধু নিজের, নিজেদের মানুষ বা নিজেদের সমাজের কথা ভাবা নয়, বরং সকল মানুষের কথা ভাবা। সবার মধ্যে ভালো কিছু দেখা এবং সকল ভালো উদ্যোগে একে অপরকে সমর্থন করা। সংহতি হচ্ছে প্রতিযোগিতা এবং হিংসার উর্ধ্বে। প্রতিবেশীর সফলতা মানে আমারও সফলতা।

নিঃশব্দ বিভাজন;

এক সময় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে,
স্বপ্নে বাঁধা, সাহসে ভরা, কত নির্ভয়ে।
কিন্তু এখন আমরা ভেসে চলি বাতাসে শুকনো পাতার মতো,
নিজস্ব পথের গোলকধাঁধায় যেন হারিয়ে যাই অস্পষ্ট আলোতে।
কোনো হাত নেই ধরার, নেই কোনো ডাক,
নিঃশব্দ ফাঁকা আমাদের মাঝে, প্রতিটি মন আলাদা একাকার।
দেয়াল উঠে গেছে, এত শক্ত পাথর,
প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, আর বন্ধন নেই আর।

-সংগৃহীত

আমরা কী করতে পারি?

বন্ধু-বান্ধব, পরিবারের সদস্য, আত্নীয়স্বজন এবং সমাজে এমন অনেকই আছে যারা আমাদের কাছ থেকে সংহতির প্রত্যাশা করে। তাদের সেই আশা ন্যায্য, কিন্তু আমাদের সংহতি অন্ধ হতে পারে না। আমরা আমাদের আত্নীয়দের মধ্যে যে আচরণ গ্রহণ করি, কিন্তু সেটা অপরিচিত ব্যক্তির জন্য অবাঞ্ছনীয়। আমাদের সংহতির একটি নৈতিক দিক রয়েছে, সেখান থেকেই তার শক্তি আসে। নৈতিকতা অনুপস্থিত থাকলে, আমাদের সংহতি দাসত্বে পরিণত হয়। তাছাড়াও, আমাদের স্বাভাবিক চক্রের বাইরেও দেখতে হবে যারা আমাদের কাছে সংহতির দাবি করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ হিসেবে সবাই সংহতির দাবি করতে পারে। আমাদের পরিবার, এবং যারা সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করছে তারা সবাই আমাদের বন্ধু। যদি আমরা এই চেতনা নিয়ে চিন্তা এবং কাজ করি, তাহলে আমাদের মন সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আমরা কি একে অপরের পাশে দাঁড়াই? যেমন, হিন্দু এবং খ্রিষ্টান ভাইবোনরা বিভিন্নরকম আগ্রাসনের শিকার হলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভাই-বোন কি তাদের পাশে দাঁড়ায়? কিংবা বিভিন্ন দেশে যে যুদ্ধ এবং গণহত্যা চলছে সেখানে কি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের হয়ে প্রতিবাদ করছে? তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে সংহতির ধারা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে।

প্রশ্ন:

১. কেন আমরা শুকনো পাতার মতো ভেসে চলি?
২. কেন আমরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকি?

৩. কখন আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম?

বাইবেলের কিছু অংশঃ

"তোমাদের যারা নির্যাতন করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন। তাদের মঙ্গল কামনা করো, অভিশাপ দিও না। তোমরা অপরের সুখে সুখী হও, যাঁরা দুঃখে কাঁদছে তাদের সঙ্গে কাঁদ।" (রোমীয় ১২:১৪-১৫)

ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন

ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য আমরা সকলেই আহূত।

ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন কী?

এই পৃথিবী আমাদের বাড়ি। আমরা এর আলো, বাতাস এবং জলের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। আমরা এই বাড়িটি তৈরি করিনি, এটি আমাদের আগেই ছিল। আমরা বিশ্বাস করি এটি আমাদের পৃথিবী এবং এতে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করার জন্য আমরা আহূত। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সেবার কাজ করা আমাদের দায়িত্ব। পৃথিবীকে যত্ন ও রক্ষা করা এবং সকলের ভালোর জন্য দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। লোভ এবং স্বার্থপরতা আমাদের জন্য বাধাস্বরূপ, যা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে। যদি আমরা আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে হারাতে না চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের পৃথিবীর সকল সৃষ্টির যত্ন নিতে হবে।

বাস্তব জীবনে এর মানে কী?

বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত দূষিত দেশ এবং এই বিষয়ে সচেতনতা অনেক কম। আমরা যেখানেই যাই নিজেদের চারপাশে আবর্জনা ফেলি, আমরা নদীতে ও সমুদ্রে ময়লা ফেলি, আমাদের জমিতে অত্যধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করি যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ধ্বংস করে ফেলছে। ইট ভাটার ও কারখানার ধোঁয়া আমাদের পরিবেশের বায়ু দূষিত করছে যা আমাদের বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা উন্নয়ন চাই, কিন্তু আমরা যা পাই তা হলো কিছু সংখ্যক কোটিপতি এবং একটি নষ্ট দেশ। আমরা যদি সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক হতে চাই, তবে পরিবেশকে ধ্বংস না করে আমাদের চাহিদা পূরণের জন্য সৃজনশীল উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

হিমেলের গল্পঃ
হিমেল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাশ করেছে। মাস্টার্স পাশের পর হিমেল গ্রামে অর্গানিকভাবে ফসল উৎপাদন করা শুরু করে। কিন্তু সে যখন গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের দিকে তাকায়, সে দেখতে পায় গ্রামের সকল কৃষক রাসায়নিক সার ও ফর্মালিন ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদন করছে। হিমেল অর্গানিক ভাবে ফসল উৎপাদন করে খুব একটা লাভ করতে পারে না। অন্যান্য কৃষকরা তাকে দেখে হাসি-তামাশা করে। হিমেল বেশ হতাশ হয়, এবং সেও ভাবতে থাকে, তাদের মত কীটনাশক ব্যবহার করবে কিনা।

প্রশ্ন
১. আপনি হিমেলের জায়গায় থাকলে কী করতেন?
২. আমাদের সমাজে কৃষকদের কী অর্গানিক চাষাবাদে উৎসাহ দেওয়া হয়?
৩. হিমেল কী অন্যান্য কৃষকদের বোঝাতে পারে না অর্গানিক চাষাবাদ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
৪. হিমেল কোথায় সাহায্য পাবে?

আমরা কী করতে পারি?
ব্যক্তি হিসেবে আমরা নিজেদের দিয়ে শুরু করতে পারি। আবর্জনা কোথায় যায়? আমরা কীভাবে পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ব্যবহার করব? আমরা কি এমনভাবে কাজ করি যেন গ্যাস, তেল, নিঃশ্বাসের বাতাস, পানীয় জলের কোনো সীমা নেই? আমাদের নিজেদের আরাম আয়েশ কি পৃথিবীর ভবিষ্যতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবক হিসেবে আমরা যেমন আমাদের সন্তানদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করি, তেমনি সমাজের সদস্য হিসেবে আমাদের উচিত বৃহত্তর সচেতনতা, জৈব চাষ এবং পরিবেশগত সঠিক উন্নয়নের জন্য একত্রিত হওয়া। দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে আমাদের কর্তব্য পরিবেশ রক্ষা করা।

বাইবেলের কিছু অংশ
"সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই মানুষটিকে নিয়ে এদেন বাগানে রাখলেন যাতে তিনি তাতে চাষ করতে পারেন ও তার দেখাশোনা করতে পারেন।" (আদিপুস্তক ২:১৫)

মিক্‌রাকবো প্রকাশনী